কবিতারা হাঁটে

মেঘনীল

জনান্তিক

কবিতারা হাঁটে
মেঘনীল

স্বত্ব	:	লেখক
প্রথম প্রকাশ	:	ফেব্রুয়ারি ২০২০
প্রচ্ছদ	:	মেঘনীল
প্রকাশক	:	জনান্তিক ৫০ আজিজ সুপারমার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০ ফোন : ৯৬১১০৮৪ e-mail: janantik.bd@gmail.com
মুদ্রণ	:	সংবেদ প্রিন্টার্স ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
মূল্য	:	১০০.০০ টাকা

Kabitara Hante by Meghnil

Published by Janantik

Price : Tk. 100.00 only
US$ 5.00 only

ISBN 984-781-200-4

উৎসর্গ

সাধারন মানুষ যারা ভালবাসেন সুন্দর এবং কুৎসিত।

সূচিপত্র

এক শব্দের খামে ৭
দেহাইতে আইছো ৭
কচু লিখবে! ৮
মিছিলে একদিন ৯
তোমায় নিয়ে যত ১১
পাথুরে রাস্তায় ১৩
চলে যাবো ১৩
ঘুড়ি দিয়ে তোমায় ছোয়া যায়! ১৪
তুমি কই! ১৫
পোষ মানাবে ১৫
ধর্মের খোঁজে ১৬
কিছু একটা ১৭
ভাল আছি ১৭
আসতে পারো চাইলেই ১৭
পা দিয়েছি পথে ১৮
আইবানা! ২০
আছি বেঁচে ২০
সমস্ত বুঝিনা ২০
ভাল্ আছি ২১
আধাঁরে আলোয় ২১
প্রেম দে ২১
ফিরে এলে না হয় ২২
পড়েছি ছিছি ২৩
অন্যেরে খুঁজি ২৪
কবিতারা ডাকে ২৪
ব্যাথারা লেগে আছে ২৫
চলে এসো যে কোন দিন ২৬
ভাল লাগে তাই ছুটে যাই ২৭
জানলায় চোখ পড়াটা স্বাভাবিক ২৮
২৯ কাম আছে মোগো হারা দিন
৩০ ছেড়ে দিও
৩০ জলে ডুব
৩১ অনাকাংক্ষিত প্রেম নয়
৩২ দরকারী খুব দরকারী
৩৩ না হয় এলেনা
৩৪ ক্লান্তি কারো নাম নয়
৩৫ নতুন চুরিতে
৩৬ পাগলী ফুটপাতে
৩৭ কাটা কুটি সময়
৩৭ একটু লাইনে দাড়ান
৩৮ টাকা টাকা টাকা
৩৯ ইদুর পিপড়ায়
৪০ বোকাদের পড়াশুনা
৪০ ভয় পাই
৪১ অসহ্য
৪২ সাইকেলে চলি
৪৩ দুখখিত
৪৪ শংখ বাজে
৪৫ তুমি হাসো
৪৬ দেয়াল জুড়ে চুমু
৪৬ তুমি আছো
৪৬ ভালবাসি ভালবাসি
৪৭ হাতটা সরাও
৪৭ জায়গা দেবে
৪৮ অভিমান চুমি
৪৮ আদর চুরি
৪৮ বন্ধু ত্বকের যত্ন নিও

এক শব্দের খামে

আমার ঘরে পড়ার মত কীই বা আর আছে,
বাইরে চটি স্যান্ডেল ঘরে খালি পা; যত্ন করে এক দুই কাপ চা-
আর ভাঙ্গা চোরা শব্দে লেখা চিঠি।
অনেকেই আসে যায় খোলা চিঠি পড়ে,
কেউ দাম দেয় আর কেউ নি:শব্দে চলে যায়।
যারা থেকে যায় চিঠির মধ্যে;
তাদেরও সময় এলেই নতুন চিঠি চাই।
মানে চিঠি কিছুটা হলেও গায়ের কাপড়ের মত।
একেক জনের একেক রকম পছন্দ;
অনেকের শুধু হায় শব্দটাই ভাল লাগে অনেকের বায়।
এই হায় বায়ের মধ্যেই যে কত কথা।
যদি মনে পড়ে যায় কখনও তবে চিঠি দিও;
চিঠিতে অন্তত একটা হলেও শব্দ, যাতে তোমাকেও মনে রেখে দেয়া যায়।

দেহাইতে আইছো

আমায় দ্যাহোনা! আমায় দ্যাহো!
এই দ্যাহো; কত্ত সুন্দর কইররা সাইজ্যা আইছি তোমার সামনে,
অকি পছন্দ হইলনা।
দ্যাহো- চান্দের নাহান একটা বড় টিপ পড়ছি কপালে,
আর মুহে লাল টকটকা সূয্যের নাহান লিপষ্টিক লাগাইছি।
ধারে আও ধারে আইয়া দ্যাহো জংলি জংলি গন্ধ আছে।
যা মাগি; পকেটে পয়সা নাই,
নাটক সিনেমা দেখতে পয়সা লাগে; ভাগ।
আমার নাই বিড়ি খাওয়ার পয়সা উনি আইছে আমারে দ্যাহো।
যা যা, যেগো পকেটে কমতি নাই হ্যাগো ধারে গিয়া ক তোর শরীরের নাচা নাচি।
যা মাগি।

কচু লিখবে!

তোমায় দিয়ে কিচ্ছু হবেনা; কিচ্ছু হবেনা তোমায় দিয়ে,
কি পারো তুমি, কিছুইতো পারোনা; না পারো গাইতে না পারো বাইতে।
বাইরে নেমে দ্যাখো কত মানুষ কত কি করে খাচ্ছে।
যারা রিকশা চালায় তাদেরও কাজ আছে,
যারা দিনমজুর খেটে খায়; তারাও দ্যাখো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংসার টানে,
যারা ড্রাইভার তাদেরও দিন শেষে কিছু টাকা আসে হাতে।
দ্যাখো চোখ মেলে দ্যাখো–
যারা চা সিগারেট ব্যাঁচে তাদের পকেটেও কিছু না কিছু আসে রোজ;
আরে রাস্তার ধারে বসা ভিক্ষুক কে দ্যাখো, রোজ একই জায়গায় বসে থেকে তার খাবার মেলে রাস্তায়।
বাসার দারোয়ান কিংবা কেয়ারটেকার ফুট ফরমাস খাটে কাজ করে খায়;
মাস গেলেই বেতন আছে তাদেরও।
ঝাড়ুদার সুইপার গৃহকর্মী সবারই কাজ আছে।
রাতের বেলা রাস্তার ধারের যৌনকর্মীদের দ্যাখো; ওরাও শরীর বেঁচে খায়-
তোমায় দিয়ে কিচ্ছু হবে না!
টোকাইদের দ্যাখো; সারাদিন বোতল কুড়ায় বোতল ব্যাঁচে কাজ করে খাচ্ছে তারাও,
রেস্তোরায় ওই ছোট ছেলেটাকে দ্যাখো; ওরও কাজ আছে,
কাজের মধ্যেই আছে সবাই।
নাপিতের কাজ আছে চুল কাটার; ফুটপাতে হোক আর দামি সেলুন কাজ তো আছে তার,
তোমায় দিয়ে হবেটা কি!
কিছু করে দেখেছো এখন পর্যন্ত;
কত মানুষ আছে যারা টিউশনি করে খায়; ওরাও তো চলে।
তোমায় দিয়ে হবেটা কি কিচ্ছু হবেনা তোমায় দিয়ে!

মিছিলে একদিন

মিছিলে গেলেন তিনি;
একবার শুনেছিলেন যারা মিছিল মিটিং এ বক্তৃতা করে,
তারা নাকি মানুষের মনের মধ্যে যা যা আছে তাই মুখে বলে যেতে থাকেন।
এ বিষয়ের সাথে জ্যোতিষ সাস্ত্রের কিছুটা মিল থাকায়;
তার আগ্রহ খানিকটা বেড়েই গেছে মিছিলে যাবার জন্য।
যাওয়ার সময় তিনি যেটা শুনতে পেলেন, সেটা স্লে-াগান।
ভাবলেন বাহ্ বেশ ভালো; মানুষ মঞ্চে উপবিষ্ট মানুষদের মধ্যে কথা শোনার আগে
নিজেকে বেশ ঝালাই করে নিচ্ছে।
এর আগে সিনেমায় এবং বইয়ের পাতা ঘেঁটে যেটা জানা হয়েছিল তার,
সেটা কিছুটা এই "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই" এবং "জয় বাংলা ";
এই শে-াগানে আলাদা একটা টান আছে।
মানুষ মন থেকে প্রান খুলে চিত্কার করে তার ভেতরের আওয়াজটুকু দিতে চায়।
যাই হোক; এক জায়গায় অনেক মানুষ জড়ো হলে যেটা হয় সেখানে গরম লাগে প্রচুর,
এটা ভেবেই বোধ হয় সেখানে ফ্যানের ব্যাবস্থা করা হয়েছে।
মানুষ একটু বাতাস খেতে খেতে কথা শুনবে।
একজনের হাতে পানির বোতল দেখলে পানির তৃষ্ণা বাড়ে,
এটা একেবারে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার মত একটা বিষয়।
তাই চেয়েই নিলেন পানির তৃষ্ণা মিটিয়ে।
এর মধ্যেই বক্তৃতা শুরু হল,
যারা বক্তৃতা দিতে এলেন তারা বললেন অনেক কিছুই।
একবার এক সিনেমায় দেখেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষ লুকিয়ে লুকিয়ে রেডিও শোনে।
সেকি আগ্রহ মানুষের।
এটা ওই লুকিয়ে লুকিয়ে হাত দেখিয়ে ভাগ্য খোলার মতই;
যদিও কাজটি নিজেকে এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেকে মিলেই করতে হয়।
তিনি শুনলেন সমস্ত কথাই চুপচাপ ধৈর্য্য ধরে।
আসার সময় আর মিছিল হলনা,
জানা হল তার মিছিল যাবার সময়ই ক্যাবল হয়।
একটা বিষয় তিনি দেখলেন; মিছিলে যারা গিয়েছিলেন,

সবাই কোননা কোন সময় মঞ্চে উপবিষ্ট নেতাদের কথায় সায় জানিয়েছেন।
তবু আরও একটি বিষয় তার নজরে আসল; যাবার সময় যে স্বত:স্ফুর্ত স্বাচ্ছন্দ,
আসার সময় তার সবটা যেন নেই।
তার মানে হয়ত মনের সমস্ত কথা বোধ হয় তারা মুখে শুনতে পাননি।
এ বিষয়টির সাথেও জ্যোতিষ সাস্ত্রের একটি মিল আছে;
সমস্ত কথা তারা একবারে বলে দিতে চায়না।
ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখা গেল একটা ডাষ্টবিনের পাশে কতগুলো কাক।
কাকের কতগুলো গুনের মধ্যে একটি হচ্ছে এঁটো ঘেঁটে পরিষ্কার করে,
আবার তার ঘরটি বানানো হয় স্টীলের গুনা তার এ ধরনের অনেক কিছু দিয়ে।
বেশ কয়েকটা কাক কা কা বলে উড়ে গেল, বোঝা গেল এটা ওদের গোত্রীয় ডাক।
কাকের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট এরা দল বেঁধে থাকে; আবার এক দুয়েও,
তবে এখানে যে বিষয়টি তিনি দেখছিলেন সেটি হচ্ছে কাকের খাবার এবং বাসা দুই আছে।
একটা রিকশা ডাকলেন তিনি; পকেটে যে কটা টাকা আছে,
তা দিয়ে একটা দুটো সিগারেট এবং যাবার ভাড়া।
আজ কি খাবার কপালে আছে জানা নেই।
পথে দেখলেন এক রিকশা ওয়ালাকে ট্রাফিক গালি দিচ্ছে "বাইনচোদ"।
একটু সামনে এসে রিকশাওয়ালা বলছে "শুয়ারের বাচ্চা কুত্তার বাচ্চা খানকির পোলা"।
বিষয়টা তার কাছে বেশ লাগলো; ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তিনি ভাবলেন, কই মনের কথ তো সব মুখে এলনা।
এলনা কেন?

তোমায় নিয়ে যত

রোজ রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে বসে থাকি তোমার আশায়।
ভয়ে ভয়ে থাকি; ভালবাসি তাই।
দোকানে অনেকেই আসে।
আমাদের মত যারা তাদের সবার একই রকম না হলেও,
আমার পকেট নোটের টানাটানি আছে।
এখানে অনেকেই আসে আমার মত বসে চা বিড়ি সিগারেট পান এসব খায়,
আর সময়ের দিকে না তাকিয়েই আড্ডা দেয়।
আড্ডার বিষয় বস্তু অনেক।
এই আড্ডায় অনেকেই কোন কিছু না ভেবে খুশি মনে ঢুকে পড়ে,
আজ কোথায় কোন কোন খবর কে কে কি কি করছে এসব কিছুই।
এ আড্ডায় সময় কাট; কার লাভ কার লস এসবের চাইতে মজাটাই আসল।
অনেকেই আবার– যাদের আমার মত তোমায় দেখা প্রয়োজন এবং বিশেষ ধরনের প্রয়োজন থাকে,
তারাও সময় নিয়ে বসে থাকে।
আমি বসে থাকি তোমার আশায়, তুমি কখন রিকশা নিয়ে এই পথে আসবে,
এবং আমি তোমায় দেখতে পাবো।
আমার এই বসে থাকা; তোমায় দেখতে চাওয়ার প্রতি মুহূর্ত আমি কি ভাললাগা নিয়ে যে কাটাই!
আমার ভাল লাগে; তুমি সম্পর্কিত সমস্ত কিছুই আমার আমার ভাললাগার মধ্যে।
এখানে অনেক বয়স্ক এবং আমাদের চাইতে কম বয়সীরাও আসে যায়;
প্রয়োজন আছে সবার।
আমার অনেক সময়ই জানতে ইচ্ছে হয় তাদের সময় গুলোকেও।
যে ভাললাগা নিয়ে আজ আমি তোমায় দেখি, সেই একই ভাললাগা নিয়েই কি তারাও দেখতে পেতো।
আমার মধ্যে এ প্রশ্নও আসে সত্যিই কি আমি দেখতে পাই!
যিনি চায়ের দোকানদার তিনি এই চা সিগারেটের ব্যাবসা দিয়েই চলেন;
এখানে দু ধরনের চা পাওয়া যায় এক লাল অন্যটা সাদা, আর পাওয়া যায় অনেক ধরনের সিগারেট।
আমি অনেক সময়ই চা সিগারেটে চলি;
তুমি আসার এবং যাওয়ার আগ পর্যন্ত দোকানদারের কিছুটা হলেও ব্যাবসা হয়; তার দিন চলে,
কিন্তু তোমাকে দেখতে চাওয়ার এই মুহূর্ত গুলোকে আমি কিছুতেই ব্যাবসার সাথে মিলাতে পারিনা।
তোমার জন্য এই বসে থাকার মুহূর্তগুলোকে আমি ভালবাসি।

যখন তোমায় দেখি এবং তখনই যখন চা আর সিগারেট ধরাই তখন স্বাদটাই বোধ হয় পাল্টে যায়।
আমার মাঝে মাঝে মনে হয় দোকানদার ইচ্ছে করেই এমনটা করেন।
তোমার সমস্ত কিছুই আমার ভাল লাগে,
তোমার জন্যই মনে হয় আমি এখন আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে চাই কোনটা পরবো কিভাবে দাঁড়াবো,
ক্যামন করে চাইবো কোন কথা বলে তোমাকে শোনাতে চাইবো দূর থেকে।
তুমি সামনে থেকে যাওয়ার সময় আর একটা জিনিস আমার হয়,
আমার নাক ঘামে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত চলাচল করে মাঝে মাঝে আমার কথা আটকে যায়।
আমার এই বিষয়টাকে আমি ভাল লাগিয়ে দেখেছি বহুবার;
অধিকাংশ সময়েই মনে হয়েছে এটাকে পাল্টানো দরকার।
তুমি আসো বলেই আমি আমার স্যান্ডেলের যত্ন নেই পায়ের দিকে তাকাই;
যাতে ধুলোবালি লেগে না থাকে।
এখানকার মানুষজন যাদের সাথে বসে থাকি তারা এর মধ্যেই আঁচ করতে পেরেছে,
সামনেও বেশ কয়েকটা দোকান আছে যেখানে বসা যায়।
অধিকাংশ চায়ের দোকানই এক রকম;
মানুষ পাল্টে যায় কিন্তু তুমি এক থাকো।
তোমার সম্পর্কিত এই ভাল লাগা আমি কাউকেই বোঝাতে পারিনা।
ঘরের মানুষ গুলো এর মধ্যেই টের পেয়েছে আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন।
আমার এই পরিবর্তনে আমার বিশেষ ভাললাগা আছে;
তোমার পাশে যখন অন্য মানুষ দেখি আমার তখন অন্য রকম,
আবার নিজের কাছে মনে হয় একই মানুষের এনেক মানুষের সাথেই চলার বলার অধিকার আছে।
এর মধ্যেই আমি তোমার বাসাটা চিনে নিয়েছি।
মাঝে মাঝে রাতের বেলা চুপি চুপি বের হই চায়ের দোকানে।
তোমায় দেখার আশায়, রাস্তায় বের হয়ে দেখি অনেক দোকানই বন্ধ।
যারা রাতে পাহারা দেয় তারা কেউ ঝিমায় কেউ কেউ জেগে থাকে,
আর যারা ঝাড়ুদার তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ে রাতদুপুরে ঝাড়ু দেয়।
আমি ভাবি আমার রাস্তাটা কবে পরিষ্কার হবে।
বাসায় এসে একদিন দেখি কেয়ারটেকার খোলা গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছে।
ভাগ্যিস পকেটে চাবি ছিল; না থাকলে আজ সারারাত বাইরেই পড়ে থাকতে হত।
বাসার মানুষজন এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছে এই ভাল লাগা।
তাই সাপোর্ট টুকু পাওয়া যাচ্ছে ঘর থেকে।
তোমায় নিয়ে যখন ভাবি বিশ্বাস কর, আমি আমার সমস্ত দু:খ ভুলে যাই।
আমি ভুলে যাই আমার অবস্থান,
আচ্ছা তুমি কি কখনই বুঝতে পারোনা?

পাথুরে রাস্তায়

রাস্তার পাথুরে বুক; তোমার বুকের মত নয়।
তোমার বুক নরম, আগুন জ্বলে জ্বালাও পোড়াও।
মানুষ পুড়লে কাল হয় সোনা রুপা পুড়লে হয় খাঁটি;
আমি মানুষ।
রাস্তার পাথরের একটা নির্দিষ্ট পরিমান ভার আছে;
তোমার চোখ দুটো পাথরের মত নয়,
তোমার চোখের পাতায় যে ভার রেখে দেয়া; আমার তার ভার বুঝতে এবং বইতে সময় লাগে।
আমি যন্ত্র নই একা মানুষ!
শ্রমিক যারা সর্বোচ্চ পঞ্চাশ কেজি বইতে পারে।
পাথরের রাস্তার ধূসর বর্ন,
স্বরবর্ণ এবং ব্যাঞ্জণবর্ণ মিলে পঞ্চাশটি এই সমস্ততেই তোমার উপস্থিতি আছে।
একটা নির্দিষ্ট পরিমান রাস্তার বুকে একটা নির্দিষ্ট পরিমান পাথর লাগে,
তোমার উপর নিচের চাওয়া পাওয়ার পরিমান অনির্দিষ্ট।
বিশেষ দ্রষ্টব্য আমি সীমাবদ্ধ মানুষ;
আমাকে রাস্তা খুঁজতে হয়।
রাস্তায় নিজের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়;
কোনটা বড়; কোনটা ছোট আর কোনটা একই রকম।

চলে যাবো

এভাবেই যদি চলে যাই,
তবে কিছুই হবেনা পাওয়া।
না তুমি আমাকে না আমি তোমাকে।

ঘুড়ি দিয়ে তোমায় ছোয়া যায়!

তোমার জন্য হাজার ঘুড়ি যত্ন নিয়ে ওড়াই,
ঘুড়ি ওড়াতে গেলে সময় বোঝা প্রয়োজন।
আমাদের এখানে যত ছেলেপেলে ঘুড়ি ওড়ায়,
দুপুর থেকে সন্ধ্যা তাদের উৎকৃষ্ট সময়।
ঘুড়ি ওড়াতে মজা আছে।
ছোট বড় সবাই মজাটাকেই খুঁজে নেয় খুঁজে পেতে চায়।
আমার ঘুড়ি ওড়ানোর উদ্দেশ্য আকাশ ছোয়ার!
আমি জানি ঘুড়ি দিয়ে আকাশ ছোয়া যায়না; সবাই জানে।
তবু ছুঁয়ে দেখতে চাই।
ঘুড়ির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট তার আকার,
ঘুড়ি বিভিন্ন আকারের থাকলেও আমাদের এখানে ত্রিকোন ঘুড়িই বেশী চলে।
আকৃতিতে তুমি আমি মানুষ।
ঘুড়ির হাজারটা রং রঙ্গীন ঘুড়ি।
অনেক রংয়ের ঘুড়ি একসাথে অনেক উপড় থেকে উড়লে মনে হয় একই রং;
কাছাকাছি থাকলে রং খুঁজে পাওয়া যায়।
আকাশের রংয়ের সাথে তার অনেকটা মিল আছে।
আমি ঘুড়ির রংয়ের মতন তোমার রঙ্গীন স্বপ্নগুলো খুঁজে পেতে চেয়েছি,
কাছাকাছি এলে তাদের খুঁজে পাওয়া যায়-
দূর থেকে একই রং ফ্যাকাশে।
ঘুড়ির নাটাই জুড়ে সুতোর শরীর;
পাগলা হাওয়ায় সুতো টেনে টেনে ছাড়লে ঘুড়ি ওড়ে,
উড়ে উড়ে যায় ভেসে।
তোমার সমস্ত শরীর জুড়ে মাতালী টান-
আমি আমার পাপ পুন্যের কথা ভুলে যাই; ভুলে যাই আমার আশে পাশের সমস্ত কিছু;
আমার চোখ গিয়ে স্থির হয় তোমার সমস্ত কিছুর উপর,
যার ভেতর ক্যাবল দেই দেই- খাই খাই আর উ আ শব্দ।
উড়ছে ঘুড়ি আর সময়ে সময়ে চলছে কাটাকাটি।
যে ঘুড়ি নিয়ে টানা টানি দৌড়; যা পড়ে যাচ্ছে আবার উড়ছে নতুন কোন নাটাই হাতে।
তোমায় তোমার পরের তুমিতে বার বার ছুঁয়ে যাবার আদিম ইচ্ছা।
দিনের বেলার ঘুড়ি আকাশ ছোয়না,
আমি আকাশ ছুয়ে দেখতে চাই। ঘুড়ি দিয়ে আকাশ ছোয়া যায়না-
তাই রাতের বেলা।
রাতের আকাশে তারা দেখা যায়।
আমার রকেট নেই; নেই টেলিস্কোপ তাই দু চোখে ভর দিয়ে আকাশ দেখি।
ভাল লাগে তাই দেখি।

তুমি কই!

তুমি প্রয়োজন হয়ে এলেই তোমায় খুঁজি;
বাকীটা সময় তুমি অন্য কারো।
তোমায় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে খুঁজি ভালবাসি তাই!

পোষ মানাবে

মানুষ যারা আছেন; অনেকেই তারা কুকুর বিড়াল পাখি মাছ গাছ ইত্যাদি
পোষেন।
পুষে রাখা যায় অনেক কিছুই।
যারা শ্রমিক তারা শরীর পোষেন;
ঘর বাড়ি টাকা পয়সা দামি গাড়ি এসবও পুষে রাখেন অনেকেই।
অনেকের পোষা আছে সুখ দু:খ ভালবাসা;
যত্ন করে চুল দাড়ি নখ আঙুল পোষেন; পোষেন জামা জুতো পোষাক আশাক,
মানে বাহিরে যা কিছু দিয়ে নিজেকে জড়ানো যায়।
রাতের বেলা ঘুমের সময় আমার কোল বালিশ কাঁথা কুশন কম্বল পোষার স্বভাব
আছে,
আমার মত অনেকেরই আগেও ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে।
যিনি শিল্পি তিনি চরিত্র পুষে রাখেন;
রাজনীতিবিদদের পক্ষে বিপক্ষে সমালোচনা পুষে রাখার স্বভাব,
শিক্ষক যিনি আছেন তিনি চর্চা পোষেন তার ছেলেপেলের জন্য;
সাংবাদিক ঘটনা পোষেন,
প্রেমে আছেন যারা; যারা ছিলেন আছেন থাকবেন,
তারা তাড়নায় অস্থির প্রেম পুষে রাখেন শরীরে কিংবা অন্য কোথাও।
ঘরের মানুষ ভেতর এবং বাহির পোষে; পুষে রাখে আপন পর।
অনেকেই আছেন কম বেশী হলে পুষিয়ে দেন!
তোমায় পুষি কি করে; কি করে যে তোমায় পুষি!
শিখিয়ে দেবে?
দ্রষ্টব্য বন্ধু টানাটানি পোষে।

ধর্মের খোঁজে

আমি আমার ধর্মকে খুঁজে পাচ্ছিনা।
প্রত্যেক পদার্থ এবং অপদার্থের ধর্ম আছে;
অবস্থা অনুযায়ী তা কঠিন তরল এবং বায়বীয়।
আমার মধ্যে তিনটি অবস্থাই আছে।
পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র যা কিছু আছে সবারই নিজস্ব ধর্ম আছে;
এদের সাধারন ধর্ম এরা গতিশীল।
জাতে আমি মানুষ এবং আমায় চলতে হয়,
মানে আমারও আছে চলার ধর্ম।
বেঁচে আছি বলে খেতে হয়, অনেক কিছু আমি খাই অনেক কিছু খাইনা।
ছোট বড় যাই হোক গায়ে পায়ে জড়াতে হয়,
পোষাকের ক্ষেত্রেও আমার পছন্দের বিষয় আছে অপছন্দও আছে;
হাত দিয়ে অনেক কিছুই ধরে দেখি,
অনেকের স্পর্শই আমার ভাল লাগে।
ভাল লগে অনেক কিছুর লেগে থাকা;
তবে সমস্ত কিছুই আমি ছুঁয়ে দেখতে পারিনা।
নাক দিয়ে ঘ্রান নেই ভাল না লাগলে নাক সিটকাই,
চোখ থাকা সত্বেও অনেক কিছু দেখতে পাই অনেক কিছু পাইনা এবং এড়িয়ে
যাই;
ইচ্ছে অনিচ্ছাতে ভুলে যাই এবং মনে রাখি,
অপেক্ষায় থাকি এবং অনাকাংক্ষিত প্রাপ্তিতেও আমার ভাললাগা থাকে।
অনেক ভাষাই আমি বুঝিনা তবু ভাল লেগে যায়,
মানুষ এবং তার ভাষাকে।
আমার বিপরীত পাশে যে মানুষ তার প্রতি আমার আকর্ষন বিকর্ষন দুই আছে;
ভালোয় এবং মন্দে দুটো বিষয়েই আমার টান আছে,
আমার অনুভুতির অংশ প্রকাশিত হয় আমার মুখে।
আমার হাসি আছে কান্না আছে তবে অনেক সময়ই তা চেপে যাবার স্বভাবটাও
আছে।
আমি স্বার্থপর এবং খোলা মানসিক বিষয়টা দান্দ্বিক হলেও সত্য;
আমি টিকে থাকতে চাই, আমার ভাল লাগে সুন্দর এবং কুৎসিত!
আমার ধর্ম বাসিতে আর না বাসিতে-
আমার ধর্ম আমি তোমায় খুঁজি।

কিছু একটা

ভালেবেসে তোমায় খুঁজতে গিয়ে পেয়েছি কোন দুঃখ!
ভালবেসে দুঃখ ভুলে আবার খুঁজেছি তোমায়!

ভাল আছি

খুবই সস্তা দামের কোন শব্দে তোমায় খুঁজে পেতে চেয়েছি বহুদিন,
ডেকেডেকে বলেছি এটা চাই ওটা চাই।
কখনো মিলেছে সবটা কখনো অপেক্ষায়,
দূর থেকে খুবই সস্তা দামের শব্দে জানতে চেয়েছি ভাল আছো কিনা!
দেবার মত এই একটা শব্দই খুবই সস্তা শব্দ!

আসতে পারো চাইলেই

একটা কিছু হয়ে আসো,
যা খুশি চা কফি সিগারেট পান;
কিংবা রেষ্টুরেন্টের কোন খাবার।
চাইলে গল্প কবিতা গান;
সিনেমা কিংবা বিজ্ঞাপন,
যেকোন পন্য দ্রব্য
অথবা
মানুষ।
তোমায় ভালবেসে দেখি!

পা দিয়েছি পথে

দু পায়ে ভর দিয়ে চলি।
আমি মানুষ।
শৈশবের সব স্মৃতি মনে নেই,
যে কোন শিশু প্রথম যখন হাঁটতে শেখে তার জন্য প্রয়োজন হয় দুটো হাতের;
অন্যের হাতে ভর দিয়ে সে সামনে আগায় আর হাসে।
এরপর এক পা দু পা করে একা একা হাটতে গিয়ে পেছনে ফেরে;
কেউ একজন থাকলে সে ভরসা পায় ভয় পেলে কাঁদে।
আমার ধারনা আমিও একই রকম ছিলাম।
এখন পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসে থাকি মাঝে মাঝে;
আর হাঁটা চলা পা দিয়েই।
ঘরে বাইরে হাঁটার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ।
একেক পথে হাঁটতে একেক রকম লাগে,
সবুজ ঘাসে পা দিয়েছি; খালি পা,
ঘাস আমার ভার রাখতে গিয়ে নুয়ে পরে মাটিতে গিয়ে লেগে থাকে আবার জেগে ওঠে;
আমার ভাল লাগে।
বৃষ্টির মধ্যে কাঁদা মাটিতে হেঁটেছি;
যত্ন করে আঙ্গুল দিয়ে মাটি আকড়ে হাঁটতে হয়,
না হলে কখন যেন পরে যাই।
পাথরের মসৃন রাস্তায় খালি পায়ে হেঁটেছি; কখনো গরম কখনো ঠান্ডা,
ভাঙ্গা ইট বিছানো রাস্তায় পা দিয়ে হাঁটতে গেলে পায়ে খোচা লাগে।
সাবধানে না হাঁটলে কেটে যেতে পারে।
ভালবাসার ক খ বলতে গিয়ে পা কেঁপেছে;
ভীড়ের মধ্যে দাড়াতে গিয়েও পা কেপেছে,
মানুষ তার দু পায়ে শরীরের ভার দিয়ে পথ চলে।
মানে চলতে গেলে পায়ে শক্তি থাকতে হয়।
পা নাড়িয়ে একটা বিশেষ সময়ে ছন্দ মিলিয়ে হয় নাচ।
আমি নাচ খুব একটা ভাল পারিনা;
তবে খেয়াল করেছি হাঁটতে গেলেও ছন্দ লাগে।
একা দু পায়ের ছন্দ; অনেকের সাথে মিলে হাঁটার ছন্দ দু জন মিলে হাঁটার ছন্দ,
আলাদা আলাদা ছন্দে পায়ে হেটে চলি।
দু পায়ের সমস্ত শক্তি এক জায়গায় জড়ো করে অংশীর পথে ছুটেছি;
সময় নিয়ে দেখতে চেয়েছি অংশীর বাজনা,

সহযোগীতা চেয়েছি বারবার।
একই পথ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় পেছনে তাকিয়েছি দেখতে চেয়েছি সামনে কি আছে।
পায়ে হাঁটা অনেক পথই টেনে নিয়ে গেছে ভুলের কাছে,
পায়ে হেটেই আবার তাকে শুদ্ধ করতে হয়েছে।
পা ডুবিয়েছি জলের ভেতর,
দুপা দিয়ে ঠেলে ঠেলে চিত সাতারে সামনে এগিয়ে দেখেছি ভাল লাগে,
পানির মধ্যে ডুব দিয়ে ঠাঁই না পেলে দু পা দিয়ে ধাক্কা দিয়েছি পানির ভেতর;
মাথা জাগিয়ে শ্বাষ নিয়েছি।
কোন শিশুকে বুকে তুলে নিলে তার পা লেগে থাকে বুকের ভেতরে এখন।
আমিও বোধ হয় এমনই ছিলাম।
আমাদের এখানে আরো একটা বোধ আছে,
আশীর্বাদ পেতে মানুষ পা ছোঁয় আমিও ছুয়েছি।
ছোট শিশুর পায়ে মানুষ কাঁজলের ফোটা দেয় নজর না লাগে যেন;
চুমু খায় আদর করে আমিও বোধ হয় এমনই ছিলাম।
পায়ের কাছে লেগে আছে আরো একটা বিষয়,
ভালোবাসার মানুষের পায়ের কাছে নিজেকে সমর্পন করে অঝোর ধারায় কাঁদে;
পা দিয়ে দৌড়াই পা দিয়েই হাটি।
কিছুদূর গেলে পরে বিশ্রাম নিতে হয়, কখনো আবার হাটু গেরে বসে থাকা দু পায়ে ভর দিয়েই।
আমি মানুষ দু পায়ে ভর দিয়ে আর কতদূর যেতে পারি!

আইবানা!

কই যামু ঠিক নাই,
কাছে দূরে যেইহানে যাই;
সবখানে চেনা অচেনা!
আইচ্ছা তোমারে কি ডাকলেই পাওয়া যায়?
তাইলে আওনা যে কোন দিন!
তুমি আর আমি মিললা কই যামু ঠিক নাই।

আছি বেঁচে

মানুষের স্বপ্ন মরে যায়,
মানুষ বেঁচে থাকে!
মানুষ মরে যায়,
মানুষের স্বপ্ন বেচে থাকে।
বেঁচে আছি এটাই অনেক বড় কিছু।

সমস্ত বুঝিনা

ক্যামন আছি নিঃশব্দে বলে যাই,
হাহা হিহি হুহু উউ এম!
কি বুঝলেন?
বলা মুশকিল,
এত কম শব্দে কি এত কিছু বোঝা যায়?
বুঝলাম আপনার হাসি কান্নায় শব্দ হয় কখনো কখনো।

ভাল্ আছি

ক্যামন আছো তুই?
ভাল আছি অনেক ভাল আছি!
আকাশের মত আছি,
মাটির মত আছি;
গাছের মত আছি;
পাথরের মত আছি;
আছি জলের মত;
ভালো আছি ভালো আছি!
বললামতো ভাল আছি।
চুলের মধ্যে হাত রেখে বললাম ভাল আছি,
দু হাত দিয়ে মুখ বেঁধে বলছি ভাল আছি।
হাঁটতে হাঁটতে তোমায় দেখে;
আচানক বলেই ফেললাম ভাল আছি।

আধাঁরে আলোয়

আলো থেকে অন্ধকারে এলে তুমি বেজায় কালো,
অন্ধকার থেকে সামান্য আলোতেও তোমায় দেখতে পাই;
আলো আধাঁরে তুমি আছো; তুমিই আছো।
মিশে আছো সমস্ত দিন আর অর্ধেক অর্ধেক রাতে।

প্রেম দে

ভুল শব্দে ভুল বানানে ঠিকঠাক প্রেম দিছি!
তুই দেখ বোঝ শোন;
ভালোয় মন্দে।
ভুল শব্দে ভুল বানানে ঠিকঠাক প্রেম দে।
তুই দ্যাছ প্রেম! দে দে।

ফিরে এলে না হয়

ফিরে আসি বারবার,
প্রতিদিন আসতেই হয় ঘরে।
দিন শেষে রাত শেষে যেকোন সময়;
পুরনোয় নতুনে যে কোন কিছুতে।
ফিরে এসে দরজায় কড়া নাড়ি অথবা তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ;
মাটি ফুড়ে ঘাস আর গাছের মতন ফিরে আসি;
জীবনানন্দের কবিতায় কুয়াশা শালিক নদী,
আছে আরো অনেক কিছু।
আমি কখনও স্বাভাবিক কখনও মাতাল হয়ে ফিরে আসি।
তোমার কাছে ফিরে আসতে আমার উচ্ছন্নে যাবার শেষ নেই যেমন,
আমার শেষ নেই আদশ্রের।
আমি ভিখিরির মত,
ফুটপাতের রাস্তা ধরে হাটা কোন উন্মাদের মত ফিরে আসি তোমার টানে।
এক খন্ড সিগারেটের টানে বার বার হাত যেমন মুখের কাছে যায়;
যায় তেমনি আমারও যায়!
ফিরে আসি যেমন কোন কিশোর ছাত্র পড়াশুনা বোঝেনা বলে,
বই খাতা ছুড়ে মারে;
ছিড়ে ফেলে সব তবু কোন এক অংক শব্দ বিজ্ঞান ধর্ম ভালবেসে ফিরে আসে,
তেমন করে ফিরে আসি।
ঠোঁট কামড়ে সমস্ত কিছু গিলে খেতে ফিরে আসি।
প্রতিদিন সকালে আয়না দেখার মতন,
পেটের ক্ষুধায় খাবার জল প্রকৃতির ডাকে বিসর্জন;
পোষাকী শরীরের মতন ফিরে আসি বারবার।
যে চায় গ্রহন করে আংশিক কিংবা সমস্ততে।
একবার নয় বহুবার,
আমি তুমি কিংবা অন্য কেউ হয়ে ফিরে আসি বারেবার!
ফিরে আসি শিশুর মতন বার বার যেমন আচল তলে মুখ লুকায়।
শব্দ করে বাচে!

পড়েছি ছিছি

রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখলাম একটা মেয়ে পা ফসকে ড্রেনে পড়ে গেছে।
কিছুই হয়নি তার কোথাও ব্যাথা লাগেনি,
পায়ে শুধু একটু ময়লা লেগেছে অল্প একটু খানি।
রাস্তায় কেউ পড়ে গেলে যে বিষয়টি হয় যে পড়ে যায় সে উঠতে চায় তাড়াতাড়ি,
আশেপাশে মানুষ জড়ো হয়; অনেকেই বলে আহ্ একটু সাবধানে চলতে
পারেন না;
দেখে শুনে চলেন।
ময়লা লাগলে সামনেই পানির ট্যাপ আছে ধুয়ে নিন।
ঘর কাছাকাছি থাকলে কেউ পরিষ্কার হয়ে পোশাক পাল্টে আসে,
অবস্থা বেগতিক হলে শুয়ারেজের কর্মীরা আসে;
এবং কপাল ভাল হলে প্রান ফিরে পায়।
প্রেমে পড়ার সাথে এ বিষয়ের অনেকটা মিল অমিল অনেকে খুঁজে পেতে পারেন।
তবে আমার মনে হয় প্রেম অনেকটা পুকুর ডোবা নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ার মত,
প্রেমে পড়লে ময়লা পরিষ্কার দুটোই ভাল লাগে।
ইচ্ছে করে ময়লা লাগাই ইচ্ছে করেই পরিষ্কার করি;
অনেকটা জল সেটা যেরকমই হোক ঘোলা কিংবা স্বচ্ছ তাতে গোসল সাড়া।
সাঁতার শেখা দারুন মজার,
ছোট বেলায় বড় হয়ে অনেকেই সাঁতার শিখে নেয়।
এরপর আজ এ পুকুর তো কাল নদী পরশু সমুদ্রে।
বৃষ্টি ভাল লাগে বৃষ্টির জলে গা ভেজাই,
ঘরে বাথরুমে অনেকক্ষন সময় নিয়ে গোসল সারি;
পাশ থেকে বকাঝকা থাকলেও ভাললাগা থেকে যায়।
পুকুর নদী সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার ভয় আছে!
প্রেমে সেরকম কিছু নেই।
প্রেমে পড়লে মানুষ ভাসে অনেকটা শ্যাওলা কিংবা টগরের মতই,
জলের মধ্যে নৌকা ভেসে থাকে লোহার তৈরী জাহাজও ভাসে,
সাবমেরিন যতই নিচ দিয়ে চলুক সেও ভেসে থাকে।
পুকুর নদী সমুদ্র অ্যাকুইরিয়ামে মাছ ডুবে ডুবে জল খায়;
ভেসে ভেসে জল খায়;
বেঁচে থাকতে গেলে পানি খেতেই হয়!
পুকুর ডোবা নদী সমুদ্রের পানিতে ডুব মেরে জল খাওয়াকে বলে নাকানি চুবানি।
হুট করে ঢুকে গেল পেটে,

বৃষ্টির পানি ডুব মেরে খাওয়া যায়না।
প্রেমে পড়লে নাকি মানুষ ডুবে ডুবে জল খায়!
একটু শিখিয়ে দেবেন?
না মানে স্পষ্ট করে বললাম একটু শিখিয়ে দেবেন।
দেখে শুনে বুঝে না হয় প্রেমে পড়ে,
কিন্তু ডুবে ডুবে জল খায় কিভাবে!

অন্যেরে খুঁজি

অন্নেরে হন্ন হয়ে খুঁজি!

কবিতারা ডাকে

কবিতারা তোমার মত নয়,
তোমার শরীরে কবিতা নেই;
তোমার শরীরে ঘুনপোকা!
কাঠের শরীরে ঘুনপোকা বাসা বাধে শব্দ হয়;
ভেতর খেয়ে খেয়ে শুধু খোলস টুকু রেখে দেয়,
হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই খসে পরে।
ঘুন পোকারা আওয়াজ করে কাটে তোমার শরীর,
তোমার শরীরে কবিতা নেই!
কবিতারা তোমার মত নয়!

ব্যাথারা লেগে আছে

গত একদিন দুইদিন এক হাজার দিন ধরে মাঝে মাঝেই ব্যাথা হয় বুকের ভেতর।
খুব স্পষ্ট ব্যাথা কিন্তু কাউকেই খুব একটা বোঝাতে পারিনা,
নিজে বুঝতে চেয়ে ছি হাজার বার ব্যাথার কারসাজি।
কিন্তু কমে গেছে মাঝে মাঝে হুট করে;
চলে যায়নি একেবারে।
নিঃশব্দের ব্যাথা!
ডাক্তারের কাছে গিয়েছি গত এক দিন দুই দিন হাজার দিন।
ডাক্তার মুখ দেখলে হয়ত বুঝতে পারেন ব্যাথা আছে,
কিন্তু এক্সরে আল্ট্রাসোনো ইসিজি তে ধরা পড়েনা কিছুই।
তাই ডাক্তারও খুব একটা ওষুধের পরামর্শ দিতে পারেনা।
তিনি বুঝতে পারেন ব্যাথা আছে তাই আশ্বাস দেন একদিন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।
অনেক সময় কথা বললে ব্যাথা টের পাওয়া যায়না;
তবে তা একেবারে যায় না।
মানুষ ব্যাথা পেলে কাঁদে।
যখন কাঁদে তখন কান্নার আওয়াজটুকু পাওয়া যায়,
এছাড়া ব্যাথার তেমন কোন শব্দ নেই বলেই হয়ত ব্যাথারা নিঃশব্দের।
মিছিলে শে-াগান দিলে শব্দ হয়; গান গাইলে শব্দ হয়; কথা বললেও শব্দ হয়;
কিন্তু ব্যথার কোন শব্দ নেই!
কবিরাজের কাছে গিয়েছি এক দিন দুই দিন হাজার দিন।
বলেছেন তারা এবং তান্ত্রিকেরা;
সময়ের ব্যাবধানেই হয়তো ব্যাথারা নিঃশব্দে আসে আবার নিঃশব্দেই চলে যায়।
কিন্তু আমার এ ব্যাথা স্পষ্ট এবং লেগে থাকে,
লেগে আছে এক দিন দুই দিন হাজার দিন!

চলে এসো যে কোন দিন

দুর্ভিক্ষের কবিতার মত হয়ে আছি,
শরীরে ভাত এবং মাংসের ক্ষুধা।
আমার ভাললাগা এবং ভালবাসার দাম শুধুমাত্র নিজের কাছেই খুঁজে পাই;
ক দিনের সংসার।
অদিনে অকালে যদি তোমার দেখা পাই সেদিন কি আবারো নিজেকে ফেরাতে পারবো,
সমস্ত কিছু দিয়ে ভালবাসতে পারবো,
তোমার পোষাকের ভেতরে থাকা আলো আধাঁর!
অধরা যে অধরে চুমু দিয়ে একজন কোন তপ্ত দুপুরে নগ্ন অথচ কোমল আধাঁর নামায়,
এরপর জল হয়ে নাচে শহরের সারা রাস্তায়।
যে দ্যাখে তারই ভাল লাগে,
অথবা হিংসায় গা জ্বলে যায় তবু ভাল লাগে!
আমি সেরকম কোন এক দিনের কিছু সময়ের কথা বলছি।
যদি পারো তবে একটু সময় নিয়ে এসো।
এক বেলা রেধেঁ খাই কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার নিচে!

ভাল লাগে তাই ছুটে যাই

প্রতিদিন আমায় নিয়ে আমার পৃথিবী শুরু,
এরপর আজ কাল পরশু হাজার দিন বাঁচি।
প্রতিদিন তোমায় নিযে আমার পৃথিবী শুরু,
এরপর আজ কাল পরশু হাজার দিন বাঁচি।
তোমায় নিয়ে একমুহুর্ত বাঁচি; তোমায় ছেড়ে এক মুহুর্ত বাঁচি।
শেষ পর্যন্ত আমি তোমায় নিয়ে বাঁচি।
ক্ষমা কোরো! বেঁচে থাকার জন্য এই তুমি অনন্য বলেই বার বার।
ভালবসি বলেই আমি ফিরে আসি আমিতে।
কত রাস্তাই তো রয়ে গেছে অচেনা,
রিকশাতে ঘুরে বেড়ানো ওই কালো শাড়ির বুকের ওপর থেকে যা কিছু টানে;
তার কিয়দাংশও আমি চিনিনা,
আমার পকেটে কাগজে নোট,
একেক সময় একেক জিনিসে হাত বদলের মত করে চলে।
তাকেও আমার অচেনা মনে হয়,
অচেনা কোন ফুলের গন্ধ ভাললাগলেও সে সবের নাম জানা নেই;
তবু তুমি করে ভাল লাগাই!
ভাল লাগে তাই ছুটে যাই আমি আর তুমিতে!

জানলায় চোখ পড়াটা স্বাভাবিক

জানলার ওপাশ থেকে কেউ একজন দাড়িয়ে আছে।
এরকম হাঁটতে গেলেই দেখা যায় চোখ পড়ে।
এরকম স্বাভাবিক ঘটনায় চোখ চলে যাওয়াটা স্বাভাবিক,
বিষন্ন দুপুর আর জলসিড়ি বিষ্টিতে অনেক স্বাভাবিক মানুষই জানালা ধরে দাড়ায়।
খোলা জানালায় আলো এসে লাগে,
হাওয়ায় হাওয়ায় কানের কাছে কথা ভাসে।
এক দৌড়ে চলে আয় তুই!
ইহম্ সময় টময় কিচ্ছু বুঝিনা; এক দৌড়ে চলে আয় একখুনি!
রাস্তায় হাজার মানুষের ভিড় ঠেলে,
আধখোলা শাড়ি আর খালি পায়;
মাতালি হাওয়ায় এক দৌড়ে চলে আয়!
দেবী না হয় মানুষীর মত!
ভালবাসা বোধ হয় এমনই কাছে টানে!
বদ্ধ ঘরে একটুখানি জানালা থেকে দিন আর রাত নিয়ে আসে।
জানালায় চোখ পরলেই তাই মাঝে মাঝে দাড়াই দেখি,
ভালবাসা আছে নাকি।

কাম আছে মোগো হারা দিন

আমাগো কতা হুইনবেন হোনেনতয়,
দিনের বেলায় কাম রাইতের বেলায়ও কাম।
দিন হইলেই ছুডি সক্কাল সক্কাল কামে লাগি,
রৌদেইর মইধ্যে মেলা কাম বৃষ্টির মইধ্যেও কাম।
এই ঝাড়ু দিয়া সব পরিষ্কার করি পানি দেই,
দেয়াল ভাংগি দেয়াল বানাই ঘর ভাংগি ঘর বানাই;
ভাংতে গেলেই শব্দ অয়।
এট্টা হাতুরি বাটালি ছেনি দিয়া ভাংগি দেয়াল।
পুরান দেয়াল ভাইঙ্গা নতুন দেয়াল বানাই ঠুকঠুক টুসটাস শব্দ হয়,
এরপর হেইডিরে ছাফা করি।
কাম আছে মেলা,
সাইবে মাল সামালা আইন্যা দিলে;
ইট বালি সিমেন্ট রড আর পাথ্থর এইয়া একেক রকম কইড়্যা মিশাইয়া;
হেইরপর মিকছার বানাই।
মিস্ত্রী আর হেলপার এইলইয়া কাম।
বেলছা আছে আর আছে টুকরি টুকরিতে মিকছার লইয়া কন্নি দিয়া;
আর কাঠের হাতল দিয়া ভাংগা দেয়ালে নতুন আস্তর দেই।
এক দেয়াল আর কয় বছর ভাল থাইকপো,
আমরাইতো ওই পুরান দেয়াল ভাইঙ্গা নতুন আস্তর লাগাইয়া;
আবার হেইডারে ঝকঝকা তকতকা বানাই।
মেলা টাহার কাম!
বেলা হইলে একবার নাস্তা আর দুপুরের খাওন;
নাস্তায় বেশী কিছু খাইনা আর বেশী খাইলে কাম হইরবার মনে চায় না।
হাত পাও ছাইড়্যা দেয়।
এই রুডি বিস্কুট টোস এই দিয়াই চলে লগে চা বিড়ি যার যেমন খুশি।
দুহুর বেলা আবার ভাত না খাইলে চইলবার পারিনা;
ভাত খাইয়া আর কাম হইরবার মনে চায় না,
এইলইগ্যা জিরাই।
জিরাইয়া যেইশুম উডি আবার কাম,
হ কাম তো হরাই লাইগবো নাইলে খামুকি।
যে কোন কাম হইরবার পারি ভাংতেও পারি গইড়তেও পারি।
নতুন ঘর বানাই বিল্ডিং বানাই।

বিয়ান অইলেই সাইব আইসপো পয়সা দিবো পয়সা,
একদিন পয়সা না পাইলেই আর চইলবার চায়না দিন।
তয় সাহেব ভালো মানুষ আমাগো ঠকায়না;
সব সময় কি আর পয়সা হাতে থাহে আমাগো হাতেও থাহেনা।
সবসময়ই দেয় মাঝে মইধ্যেই এইরকম;
সন্ধ্যায় কাম শেষ সব গুছাইয়া বাড়ি যাই।
গা গতর বিষে ভইড়্যা থাহে বউ আইসপো কাছে তেল মাইখপো!
রাইত হইলেই আরএক কাম চুইদবার কাম!
আমিও খুশি বউও খুশি হেইরপর ঘুমাই।
সক্কালে উডা লাইগবো কাম আছে।
ও রাইতে মাগিরে লইয়া ভাত খাই;
রান্ধে ভালই তয় সব শুম কি আর এক রহম হয়!

ছেড়ে দিও

ছেড়ে দিও না হয়-
খুব সাধারন এই দুঃখটাকে!
এরপর না হয়;
বয়ে গেলাম তোমার স্মৃতিতে।

জলে ডুব

ছিলান মাগি ভাত রাইন্ধো;
ঘরে আইলে আদর দিয়া
তোমার হাতের গন্ধ খামু।
বাজার থাইক্যা কিন্যা আনমু
সুগন্ধি তৈল;
আন্ধার রাইতে গায় মাইখ্যা
তোমার লগে জল ডুবামু।

অনাকাংক্ষিত প্রেম নয়

এ প্রেম অনাকাংক্ষিত নয়।
পৃথিবীতে আলো বাতাস মাটি নিয়ে যেমন করে বেচে থাকি;
বেঁচে আছি হাজার দিন।
এই প্রেম অনাকাংক্ষিত নয়।
পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেখানেই থাকি অথবা শূন্যে!
এই প্রেম অনাকাংক্ষিত নয় বলেই;
ক্যামন অল্প শব্দে হাজার রকম করে সাজিয়ে গুছিয়ে এলো মেলো আগোছালো
হয়ে;
রলে যেতে চাই তোমায় ভালবেসেছিলাম বলেই হয়ত ভালবাসি লেগে থাকে।
এই প্রেম অনাকাংক্ষিত নয়।
পৃথিবীর হাজার রাস্তায় অলিতে গলিতে হাত ধরাধরি করে হাঁটি;
অথবা মিছিলে ভীড়ের মধ্যে তোমায় পেয়ে যাই চুমু খাই।
এই প্রেম অনাকাংক্ষিত নয়।
বার বার প্রয়োজন হয়ে আসে।
বেঁচে থাকা আর খাবারের মত ভাতে মাছে আর জলে,
এই প্রেম ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাল্টে গিয়ে আমায় ধরে রাখে।
এই প্রেম অনাকাংক্ষিত নয়।
কোন কিছু না বলেই চলে আসে;
এরপর এরপর আমায় ভাবায়,
আর কি কি করা যায় এরপর।
এ প্রেম অনাকাংক্ষিত নয়।
বয়সের সীমারেখা দিয়ে আমায় বাঁধেনি,
বরং শিখিয়েছে বয়স মনগড়া।
তাকে নিজের মত করে গড়ে নিতে হয়।
এ প্রেম অনাকাংক্ষিত নয়।
আমি হাজার বার মরে একবার;
এবং সেই একবারেও প্রতিবার প্রতিদিন,
হাজার বার বাচার মত বাচতে চেয়েছি।
এ প্রেম অনাকাংক্ষিত নয় বিশ্বাসী হয়ে বসে থাকে তুমি আসবে,
আসবেই শরীরে অশরীরে।

দরকারী খুব দরকারী

আমার কিছু একটা দরকার।
যেটা নিয়ে সারা জীবন পড়ে থাকা যায়।
যেখানেই থাকি দালান কোঠা ফুটপাতে রাস্তায়,
সমাজে যারা সংসারী তাদের অনেকের অনেক কিছু আছে।
একেক সমাজ একেক রকম;
সমাজ যা কিছু চায় তেমন করেই মানুষ সংসারী হয়।
মানুষের প্রয়োজনে আসবাব পত্র মানুষের প্রয়োজনে ঘরবাড়ি
মানুষের প্রয়োজনে মানুষ।
এত অল্প কথায় সংসারের মত ভারী-
অথচ সমস্ত ছন্দের বিষয়টিকে বুঝতে পারিনা।
আমার কিছু একটা দরকার যেটা নিয়ে পড়ে থাকা যায়।
সমাজে অনেক মানুষ অনেক কিছু নিয়ে পড়ে আছে,
অধিকাংশের একটা স্বাভাবিক প্রয়োজন অর্থ।
অর্থ মানে বিনিময়ের জন্য যে কাগুজে নোটের প্রয়োজন হয়।
প্রয়োজনটুকু আমারও আছে আমি সেসব প্রয়োজনের কথা বলছিনা।
কমবেশী সবারই অর্থের মানে কাগজের নোটের যে প্রয়োজন,
তা মেটে যে উপায়েই হোক।
আমি বলছিলাম এমন একটা কিছু যা নিয়ে পড়ে থাকা যায়।
ধর ঘরের এক কোনায় পড়ে আছি একাকী, কিন্তু সে পড়ে থাকাটুকু আনন্দের।
আনন্দের বয়স কাচা; খাচায় থাকলেও খাচা ভালবাসেনি কখনও।
কত মানুষ কত কিছু নিয়ে পড়ে আছে আমারও তেমন একটা কিছু চাই।
তোমাকে ভালবেসে কেঁদেছি কতবার কতবার হেসেছি মনে নেই;
মনে হয়েছে ভালবাসা কখনই ঠিকঠাক ভাবে আসেনি ভালবাসা হয়ে আছে।
এবং আমি অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে চেয়ে আছি।
তোমার ঠোঁটে অক্লান্ত চুমু দিয়ে একটা আদিম শব্দের জন্য।
যে শব্দ জলে ওঠে আগুনের মত,
সূর্যের মত আলো দিয়ে যায় লুকিয়ে এবং আকাশের বুক চিরে সরাসরি।
আমার কিছু একটা দরকার খুব দরকার।

না হয় এলেনা

একা একা বসে আছি তোমার জন্য,
তুমি আসবে তাই অপেক্ষা।
আমি যেখানে বসে আছি তার পাশ থেকে একটা টিকটিকি চলে গেল হঠাৎ।
টিকটিকির রক্ত শীতল বলেই শুনেছি,
হাতে স্পর্শ লাগলেও একই রকম মনে হয়।
টিকটিকির একটা লম্বা লেজ আছে,
বুক পিঠ হয়ে যেকোন জায়গা থেকে চলে।
আমার সে ক্ষমতা নেই আমি দেয়াল বাইতে পারিনা টিকটিকির মতন।
দেয়াল বাইতে গেলে আমার সিড়ির প্রয়োজন হয়,
আচ্ছা কি প্রয়োজন আছে আমি বলেছি বলেই কি রোজ রোজ আসতে হবে?
না এলেও তো চলে।
আজ না হয় না এলে।
আমি বসে থেকে থেকে দেখি।
ক্লান্তি আসলে না হয় কিছুক্ষন হাঁটি;
গতকাল এবং এমন অনেক দিন পাশে বসে খেয়েছি একই সাথে।
প্রত্যেক দিনই যে আসতেই হবে এমন তো কোন কথা নেই।
না হয় সামনের পুকুরে বসে বসে ঢিল ছুড়ে দেখি,
একটা ছোট বৃত্ত ক্যামন বড় হতে হতে শুন্যে মিলিয়ে যায়!
আবার ঢিল ছুড়ি, আবার; আবার; এরপর বসে থাকি বাতাসে জলের ঢেউ দেখি।
বসে থাকি তোমার আশায়।
কি এমন ক্ষতি না হয় তুমি নাই এলে আজ।
একা একা বেসে থেকে দেখি ভীড়ের মধ্যে তোমায় ছায়া,
অথবা ভালবেসে তোমায় পাওয়া যায় কিনা।

ক্লান্তি কারো নাম নয়

ক্লান্তি কারো নাম নয়।
কোন বিষন্ন নারী কিংবা পুরুষ!
আমার দুপা অবস হয়ে আসছে,
আমার হাত ইচ্ছে থাকা সত্বেও ছুঁয়ে দিতে পারছেনা
তোমার সমস্ত নরম এবং কঠিন কঠিন ইচ্ছেগুলো;
আমার চোখ ঠিক চোখ তুলে তাকাতে পারছেনা তোমার দিকে।
এত কথা বলি তবু মুখ যেন চলছেনা কিছুতেই,
ক্লান্তি কারো নাম নয়।
ক্লান্তির কাছে বহু আগেই ক্ষমা চেয়েছেন কবি;
পথিক শ্রমিক ক্লান্ত হলেই বিশ্রাম চায়।
পৃথিবী চন্দ্র সূর্য এসবের ক্লান্তি আছে কিনা জানা নেই।
হতে পারে আছে কিংবা নেই।
ভাল না লাগার অচেনা রোদে ভাল লাগে ছায়া বাতাস আর বিষটি।
মাটি তার অফুরন্ত প্রয়োজন নিয়ে বাড়ে।
আমার ভীষন ক্লান্তিতে তোমার ভেতর মুখ লুকাই।
তোমার থেকে পাওয়া এতটুকুন ঠাঁই,
আজন্ম তাই তোমার কাছে ঋনী হয়ে আছি।
ঋনী হয়ে আছি তোমার সৃষ্টিতে,
কি ভীষণ সৃষ্টি তোমার।

নতুন চুরিতে

চোর চোর তুই চোর তোর চৌদ্দ গুষ্ঠী চোর।
চুরি গেলে পরে তাই নিয়ে শোরগোল।
আজব ঘটনা চুরি হয়ে যাচ্ছে সমস্ত কিছু,
অথচ কোথাও কোন টু শব্দটি নেই।
তোমার আমার দিনযাপনের সমস্ত বিষয় খুটয়ে খুটিয়ে দেখে,
একেবারে নিঃশব্দে কখন যে চুরি হয়ে যাচ্ছে কি!
চুরির দোকানে গিয়ে তাই কাঁচের চুরি দেখি।
কাচের চুরি ভাঙ্গলে পরে এক ধরনের শব্দ হয়,
একবার ভাঙ্গলে পরে আবার নতুন চুরি।
হাতের ভেতর কাচের যথেষ্ঠ সুন্দর;
চুরি হয়ে যাচ্ছে সমস্ত কিছু।
এত করে জড়িয়ে নেই তবু মাঝে মাঝে নিঃশব্দে ভেঙ্গে যায়।
ওই নিঃশব্দের আওয়াজটুকু এতটাই গভীর,
মনে হয় নিঃশব্দের কান্না যথেষ্ঠ সুন্দর।
সুন্দর নিঃশব্দের হাসি।
চুরি হয়ে যাচ্ছে সমস্ত কিছু যা কিছু সুন্দর!
তোমার আমার দিন যাপনে তাই বার বার নতুন চুরি।
আচ্ছা কতবার চুরি হয়ে গেল টেরই পেলাম না,
ঠিক কতবার!
যতবার চুরি হয়েছে ঠিক ততবার এই নিঃশব্দের চুরি,
যখন অন্যরকম হয়ে সামনে এসেছে হয়;
সাবধানে পা ফেলেছি অথবা বলেছি মস্ত চোর তুমি।
দিন নেই রাত নেই ক্যামন সিঁধ কেঁটে ঢুকে পড়!
চোরের কোন ধর্ম নেই অথচ তোমার ঐ অধর্ম টুকুই শেষ মেষ লেগে থাকে!
শহরের সমস্ত সীমানায় পাহাড়া বসিয়ে তোমায় বলতে চাইলাম ক্যাবল;
আজ চুরির দোকানে না হয় আরেকবার!
নতুন চুরিতে তোমায় ভালই লাগে।
না হয় ভেঙ্গে ভেঙ্গে আবার নতুন করে চুরি,
চুরি হয়ে যাক সমস্ত কিছু।

পাগলী ফুটপাতে

ফুটপাতে এক অর্ধনগ্না খালি পায়ে হাঁটছে গন্তব্যহীন।
তার চুলে সেরকম কোন ভাঁজ নেই জামা কাপড় ময়লা।
এভাবে কেউ চললে পাশ থেকে মানুষ তাকায় ঠিকই
কিন্তু খুব একটা কথা বলেনা,
এভাবে চলার একটা বিশেষ সুবিধা অনেক কিছু এড়িয়ে চলা যায়।
নগ্ন হয়ে চললেও মানুষ এড়িয়ে যায় অনেক সময়।
তার চোখ এবং চলার ভঙ্গি দেখলে মনে হয় যদিও নির্বিকার তবুও কিছু খুঁজছে।
সিনেমায় দেখেছি মানুষ অনেক সময় এ অবস্থা থেকে ধাক্কা খেলে
ফিরে পায় তার পুরনো সমস্ত কিছু;
রাস্তার ঐ নারীকে লোক পাগলী বলে।
কবে তার কোন নির্দিষ্ট কোন নাম ছিল জানিনা।
হতে পারে তার নাম বিশুদ্ধ কিংবা শুদ্ধ অথবা ভিন্ন কিছু।
ক্ষুধা আছে তার নির্দিষ্ট সময় পরে খেতে হয়।
কিন্তু আর দশটা স্বাভাবিক মানুষ যেমন খাবারের জন্য ছোটে অথবা খাবার জন্য
চাহিদার কমতি নেই,
তার মধ্যে সেটার যথেষ্ট ঘাটতি।
ঐ চোখ দুটো দেখলেই ক্যাবল মনে হয় কিছু একটা খুজছে।
ওনারীর শরীরের দিকে খেয়াল নেই।
আমি পুরুষ আর দশটা মানুষের অর্থাৎ পুরুষ আর নারীর কথা জানিনা,
কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক হবার আগ থেকেই নারীর শরীর টানে।
এমন অনেক কিছুই আছে নারীর যা টানে।
অনেক সময়ই কিংশুক দৃষ্টি তার সমস্ত কিছু খুলে খুলে পড়তে চায়।
এ আকর্ষন আমার একার নয়,
অধিকাংশ নারীই তার শরীরের সৌন্দর্য ধরে রাখতে চায়;
কম বয়সী হবার একটা তাড়না তাদের সৌন্দর্য চর্চায়।
কিন্তু এই নারীর তার শরীরের দিকে খেয়াল নেই।
আমার মত যারা রাস্তায় হাটে তাদেরই বোধ হয় এ বিষয় টি নজরে পরে।
পোষাক আশাক না থাকলে কেউ সময় থাকলে পুরনো অথবা নতুন পোষাক
পড়িয়ে দেন।
আচ্ছা ঐ পাগলীর মত খুজলে কি কিছু পাওয়া যায়?
তোমায় পাওয়ার ইচ্ছে টুকু মৌলিক এবং রাস্তায় হাটা
ঐ অর্ধনগ্ন নারীর চোখের মত।
যদি তোমায় খুজে পাই তবে সাধ্যের সমস্ত সুন্দর দিয়ে তোমায় সাজিয়ে;
তারপর না হয় একদিন রাস্তায় পাগল কিংবা পাগলীর মত!

কাটা কুটি সময়

নখ বাড়লেই নখ কাটি চুল বাড়লেই চুল।
দর্জি নির্দিষ্ট মাপে কাপড় কেটে সেলাই করে;
সময়ে সময়ে পোষাকের ভেতর ঢুকে পরি।
পোষাক পাল্টে পোষাক পরি।
ঘরে খেতে হলে শাক সবজি মাছ মাংস কেটে কেটে রান্না চড়াই;
একেক রান্নার একেক রকম স্বাদ।
রেধে রেধে রাধিয়ে দুপুর বেলার তারের খুটির উপর দুটো কাক বসে আছে;
বসে বসে এক আরেকের ঠোট পরিষ্কার করে দিচ্ছে।
কি নির্লজ্জ বেহায়া সুন্দর কাক;
ঠোটের দিকে খেয়াল তার সবসময় ঠুকরে ঠুকরে খায়।
এরপর কা কা ডেকে উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায়।
আমার নিঃশব্দেই রঙ্গীন কোন দিন আর সাদা কালোয় রাত।
দিন কাটে রাত কাটে কাটা কুটি সময়;
ভর দুপুরে অথবা মাঝ রাতে অজান্তেই;
তুমি তুমি এলেও কাটে না এলেও কাটে।
কাকের মত ঠুকরে ঠুকরে কাটে।

একটু লাইনে দাড়ান

কি এক অদ্ভুত সুন্দর কবিতা!
কবিতার নাম বাংলাদেশ।
কবিতার কান্না হাসি।
তোমায় একটু হলেও ভালবাসি!
এক শব্দের পর আরেক শব্দে;
একটি লাইনে কিংবা অজস্রয়।
আধারে আর আলোয় তুমি এসে ধরা দাও,
কিদারুন প্রেমে নিদারুন প্রেমে।

টাকা টাকা টাকা

অনেক টাকা দরকার অনেক অনেক টাকা।
চলতে গেলে টাকা বলতে গেলে টাকা!
টাকা চাই তা যে উপায়েই হোক।
টাকার উপর শুয়ে শুয়ে চা বিষকুট।
ঘরবাড়ি গড়তে টাকা; পরতে টাকা; কোথায় নেই ব্যাবহারের শেষ নেই এর।
এমন এক কাগজ যাতে লেখা থাকে একই রকম কিছু।
যত বড় নোটই হোক একই লেখা তবে তার ব্যাবহার ভিন্ন।
ভিন্ন ভিন্ন মানুষ প্রয়োজন ভিন্ন তাই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাবহার।
চকচকে নতুন টাকার ও যে মাপ এবং মান;
বহু বছরের পুরনো থেতলে যাওয়া টাকারও একই মান, যদি তা সচল থাকে।
সব একই।
আমার চাই, চাই অনেক কিছু চাই আর অনেক কিছুর জন্য টাকাটাই চাই।
আচ্ছা কি করবো এত টাকা দিয়ে ব্যাংকে জমিয়ে রাখবো।
দেশে কিংবা বিদেশে।
টাকা টাকাটাই আনবে।
অনেক অনেক টাকা দিয়ে তারপর সমস্ত কিছু নিজের করে নেব।
টাকা ছাড়া কজন কি পেয়েছে বল;
তুমিই বল।
টাকা দিয়ে সমস্ত সুখ ছুয়ে ছুয়ে দেখবো!
যে সুখ পুরনো হয়ে যাবে, তাকে বেচে আবার নতুন সুখ কিনে নেব টাকা দিয়েই।
টাকা এলেই ভেবেছি স্বার্থপর হয়ে যাবো; শুধুমাত্র নিজেরটা।
এত আরাম আয়েশে কাটাবো যে অন্য মানুষের গা জ্বলে যায়।
হিংসায় যাতে শরীরে লোম কাটা দিয়ে উঠলেও কিছু বলতে না পারে।
দশ পাচটা চাকর বাকর সবসময় আশেপাশে ঘুর ঘুর করবে।
আর ওদেরকে বলবো যাও ঘুঘুর ফাঁদ নিয়ে এসো,
ঘুঙুর পরিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে ঘুঘুর ফাঁদে ঘুঘু আটকে রাখবো।
ভাবছি তোমাকে খুব ভালবাসবো!
ভালবাসবো; ভালবাসবো; ভালবাসবো; হাজার বার ভালবাসবো।
ভালবাসবে তুমিও।
টাকা হলে তোমার দিকে তাকাবো।
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো তুমি কত সুন্দর!
তুলনা করে যাচাই করে আতশী কাচ আর কষ্টি পাথরে দেখে যাবো;
কে বেশী সুন্দর তুমি না টাকা!
এরপর টাকা দিয়ে ঢেকে দেব তোমার সমস্ত দুঃখ,
টাকা দিয়ে বোকা হব টাকায় চালাকি।

ইদুর পিপড়ায়

আমার যখন অশুরের মত শক্তি দরকার;
তখন আমি ইদুর কিংবা পিপড়ায়।
কখন যে কার পায়ের নীচে পিষে যাই ঠিক নাই;
বাসা বাড়ি রাস্তাঘাট ড্রেন মাটির মধ্যে গর্ত খুড়ে যেখানেই থাকি;
ধরা খেলেই শেষ তাই পালিয়ে বেড়াই।
পিপড়ার একটা স্বভাব সে দল বেধে খাবার খোজে;
আর জমিয়ে রাখে খাবার;
এরপর সময় নিয়ে প্রয়োজনে খায়।
পিপড়ার ও আছে বিষ সুযোগ পেলে সেও কামড়ায় আর।
ইদুর একটা নির্দিষ্ট পরিমানে কাটাকুট না করলে তার দাঁত ভাল থাকেনা;
ইদুর কামরেও রোগ আছে।
এইযে স্বভাব টিকে থাকার জন্য একটা রক্ষনাত্মক অস্ত্র;
এই অস্ত্র প্রয়োজনীয়।
ইদুর আর পিপড়া দুটোরই বাড়িঘর আছে।
প্রয়োজন হলেই পিপড়া মারো;
একবার মরি আবার বেঁচে উঠি ঘাসের মতন,
ঘাসের ভেতর ফুল তোমার কানের দুল।
"বাহ! এতো সোনা কিংবা হিরে নয়"
তাতে কি! ফুল তো গাছফুল কিংবা ঘাসফুল।
বেচে উঠবো আবার অন্য জীবনে!

বোকাদের পড়াশুনা

তোমার শরীরে পোকা; আমি বোকা!
দূর থেকে শুধু চেয়ে থাকি!
পোকার সুতোয় কাপড় শাড়ি রেশমি শাড়ি,
শাড়ির ভেতর পোকা!
ধুর আমি বোকা!
ঘুম পেলে আমার লাগে চাদর;
অবহেলায় একটু খানি আদর।
তোমার শরীরে পোকা আমি বোকা।

ভয় পাই

আমার পিছু নিয়েছে কেউ!
চিনিনা তাকে মোটেই শুধু টের পাই;
পেছন থেকে ক্যাবল মনে হয় আমায় ছোঁবে।
ছায়া টের পাই;
বারবার পেছন ফিরে চাই আবার চলি।
সামনের দিকে চলি।
আমার পেছনে সর্বনাশ!
সর্বনাশ অনেকটা নদীর মত;
জোয়ার ভাঁটা দুদিকেই তার স্রোত।
সাঁতার জানলেও ডুবে যাবার ভয় থাকে।
ভাতার খোঁজো মাগি;
আমার পেছনে আও।
কি আছে আমার কিছুইতো নাই।
কষ্টমষ্ট কইড়্যা পান্তা খাই।
ভয় পাই অল্পতেই বড় ভয় পাই;
সর্বনাশের লগে প্রেম শিখি নাই।

অসহ্য

অসহ্য!
আরে তেমাকে এতখানি সহ্য করা যায়!
দেখ শেষ বিকেলের রোদ গায়ে লাগলে গাছের পাতার ফাঁকের;
মনে হয় লেগে থাকুক।
তুমি! নাহ তোমার কাজ কথা বার্তা চাল চলন বেশ ভুষা সব আজ কাল পাল্টে
গেছে।
তোমার সমস্ত কিছুই এখন অসহ্য মনে হয়।
তুমি দূরে থাকলেই বাঁচি।
আরে তুমি চুপ থাকো; কিযে সব বলনা আজকাল,
তোমার কোন কথা বার্তাই হয়না।
তোমার সাথে কথা বলতে গেলেই মনে হয়;
তুমি স্বৈরাচারী স্বরকার,
আমি একবোরেই সাধারন কোন নাগরিক।
যার বলতে গেলে বাধা; চলতে গেলে বাধা;
নেহায়েত তোমার সাথে থাকতে হয় বলেই।
নয়ত কবেই ছেড়ে দিতাম।
এরপর ঘর করতাম;
আমার ঘরে রাত আসতো; দিন আসতো;
এরপর ঝড় আসতো; আসতো তুফান, সাইক্লোন!
আমি বাঁচতাম।

সাইকেলে চলি

সাইকেলের দুটো চাকা।
পেছনের চাকার ওপর ভর দিয়ে সাইকেল চলে;
সামনের দিকে চলে।
চলি তবে।
আমার পেছনে গতকাল; অথবা এইতো সেদিন,
ধুলো বালি জমা পুরনো বাড়ির দেয়ালে;
পুরনো কোন বইপত্রের ভেতর ছারপোকায় কেটে খাওয়া ছবি।
ঠোটে সিগারেট চাপাই;
বিষন্ন সুন্দর বিরহে তোমায় খুঁজে পাই।
এক বিরহ কাটেনা,
দুই বিরহ কি করে যে পোষাই।
বিরহের চিৎকার শুনি কান পেতে দেয়ালে,
আর পুরনো কোন বইয়ের ভেতর।
বিরহ নিয়েই সামনে আগাই।
তুমি এসে ধরা দেবে কবে?
এ প্রশ্ন শুধু আমার নয়-
তোমায় ভালবাসে যারা তাদের সবার।
কবি অথবা কবিতায়।
কবিতারা তোমার স্নিগ্ধ ঠোটে অজস্র চুমু দিয়ে;
দুয়ে দুয়ে চার লাইন ধরে,
তোমায় পাওয়ার এক সরল পথ তৈরী করে নেবে।
এরপর আলো জ্বেলে কোন দ্বীপে;
তোমায় নিয়ে ঘরবাড়ি।
নারী তুমি আমায় চেননা;
আমি যে তোমার জন্য কি কি করতে পারি।
চলি তবে,
তোমায় সংগে নিয়ে চলি।
তোমায় পেলে এ জীবন ধন্য হবে!

দুখখিত

আমার ক্ষমতা কম;
কিছুই পারিনা আমি
তোমার জন্য।
না বলতে পারি না করতে পারি।
আমার মুখে ঐতিহ্য আছে,
আছে সংস্কৃতির বুলি;
প্রয়োজন বুঝিনা;
নিজেরটাই সবচাইতে বেশী প্রয়োজন হয়।
দুঃখিত আমি এখন আর তোমার প্রয়োজনে তোমার কথা বলিনা;
তোমার কথা বলি আমার প্রয়োজনে,
যা কিছুই বলি বুঝে শুনে নিজের জন্য;
ওটাই মাঝে মাঝে তুমি ভুল বুঝে তোমার জন্য ভাবছি বলে মনে কর।
আমার ক্ষমতা কম।
তোমাকে এরকম একটা তান্ত্রিক মোহের মধ্যে আটকে রেখে,
তোমার ক্ষমতা দিয়েই আমায় চলতে হয়।
আর তুমি ভেবে নাও আমার অনেক ক্ষমতা।
ক্ষমতা ভোগের বস্তু।
তোমার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আমি হই ক্ষমতাবান!
ক্ষমতা বালির মত,
তোমার ক্ষমতায় যখন চলি তখন তা মুঠোবন্দি-
আর যখন বলি–
তখন তা হাত থেকে মুঠোভর্তি বালি
যেমন ছেড়ে দিলে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়;
তোলা যায় না খুব তেমন।
আমার প্রয়োজনে আমি আবার তা তুলে নেই;
তোমাকে কাজে লাগিয়েই।
তুমি মোহে আটকে থাকো।
আঙ্গুল তুললে তাই ইশারায় জমে যায় হাজার মিছিল;
অথছ সে মিছিলে অপূর্ন শ্রোতা হয়ে ক্যাবল শুনে যাও;
ও দিকে আঙ্গুল ফুলেছে;
কলা গাছে কলা পেকেছে;
বাদুরের নাম দিয়ে কলা নিয়ে গেছে কারা,

তুমি টের পাওনি।
টের পেলেও তুমি ভেবেছো,
কারো না কারো কপালে তো জুটেছে!
খুশি হয়ে গেছো ওতেই।
কিছুই পারিনা আমি তোমায় ছাড়া;
কিছুই পারিনি,
না চলতে না বলতে।

শংখ বাজে

কিচ্ছু পারিনা আমি;
আমার সমস্ত শিক্ষা একটা পর্যায়ে এসে মিথ্যে মনে হয়।
একাদশীর উঠোনে গিয়ে দেখি নয় দশে একই রকম দিন;
কোন তফাত নেই।
কোন ভুলে অথবা ভালোয় যে তোমায় বলেছিলাম ভালবাসি,
জানিনা।
ভালবাসি অথচ ভালবাসির অধিকাংশ ইচ্ছাই অপূর্ন।
অসংখ্য স্বপ্নেরা শঙ্খচূর্নের মত;
কিচ্ছু পারিনা আমি।
শঙ্খচূর্ণ দিয়ে শুনেছি মানুষ রুপের চর্চা করে;
শংখ বাজে সন্ধ্যাবেলায় সকালে,
না আমি বাজাতে জানি না কোন রুপের চর্চা!
আমি বাজি।
বাজিকরের কোন স্বপ্ন ভংগের মত করে বাজি!
শব্দ হয়না!
কিচ্ছু পারি না আমি।

তুমি হাসো

হেসো না!
সত্যি বলছি একদম হাসবেনা!
তুমি হাসলেই তোমায় খুলে খুলে পড়তে ইচ্ছে হয়;
মনে হয় আমার ভেতর লেগে থাকে;
এরপর চলতে গেলে,
আমি পাশ থেকে হাসির আওয়াজ শুনলেই মনে হয় তুমি;
তুমিই হাসছো।
আশে পাশে তাকালে আর খুঁজে পাই না।
কানের কাছে চোখের ভেতর বুকের ভেতরে লেগে থাকে।
আচ্ছা তুমি এত হাসি জমিয়ে রাখো কিভাবে?
আমি এত করে চাই;
কি ভীষন সুন্দর করে হাসবো ঠিক তোমার মত!
তবু কেন যেন আসেনা।
একবার কৌতুকের বৈঠায় হাত বুলিয়ে দেখলাম,
ওরা সবসময় তোমার মত হাসেনা।
একবার হাসির চলচ্চিত্র দেখে মনে হল এরাও তোমার মত নয়;
তুমি যেমন শব্দ করে হাসো;
তেমন কোথাও নেই।
আচ্ছা তুমি পেয়েছো টা কি?
এরকম হেসে হেসে তুমি কজনের;
ঠিক কজনের?
লাস্যময়ী; তুমি এসে যখন ধরা দাও,
তখন আমার চোখে জল!
আমার খুব একটা কিছু নেই,
তোমায় দেবার মত;
কিইবা আর দিতে পারি!
না হয় কেউ না দেখুক না জানুক।
খুব দুপুরে তোমার জন্যে এক ফোঁটা জল।

দেয়াল জুড়ে চুমু

তোমার দেয়াল জুড়ে চুমু একে দেই!
ভাঙ্গুক তোমার কাচেঁর দেয়াল!

তুমি আছো

ইহকাল পরকাল জানিনা;
সবটাই তুমি।
আমার আগেও তুমি পরেও তুমি।
কোথাকার এই আমি তুমিতেই শুধু বাঁচি!

ভালবাসি ভালবাসি

চিৎকার কোরোনা!
মানুষ শুনতে পাবে।
এত সস্তা দুটি লাইনের জন্য;
এত হা হা কার!

হাতটা সরাও

হাতটা সরাও।
তোমার হাতের আংটি গুলোয়
বাধা থাকুক অন্য মানুষ।
অন্য কারো চোখে লাগুক ভেলকিবাজি;
পায়ের তালে নষ্ট প্রেমে পষ্ট হলে,
অনাহারী ছাড়পোকাটাও তুষ্ট হলে;
সদ্যজাতের ঘুমের ঘরে তাবু টানাও।
লাগবেনা আর,
হাতটা সরাও।

জায়গা দেবে

তোমার অহংকারের ঘরের ভেতর,
জায়গা আছে যে সব কিছুর;
সে সব ফেলে,
জায়গা দেবে
একটুখানি কাঁদার মত!

অভিমান চুমি

দ্বিপাক্ষীয় বৈঠকে,
এবার অবসান হোক তোমার সমস্ত অভিমানের।
অন্ধকারেই জ্বলে উঠুক
বিজলী বাতির
একটা চুমু!

আদর চুরি

ঘুমের মধ্যে
একদিন তোমার হাত দুটো চুরি করে নিয়ে যাবো।
তারপর খুটিয়ে খুটিয়ে দেখবো;
তুমি কি করে আদর মাখাও।

বন্ধু ত্বকের যত্ন নিও

বন্ধু ত্বকের যত্ন নিও;
দুঃখ পেলে নতুন কোন;
সময় নিয়ে যত্ন নিও তোমার ত্বকের।
যত্ন নিয়ে দুঃখ ঢাকো;
নতুন কিংবা পুরনো যত,
দুঃখরা সব ত্বকের মতই।